গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ সৈয়দ আবুল হোসেন, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ ঃ ৩/২/২০১১।

সময় ঃ সকাল ১১:৩০ টা।

স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি, সৈয়দ আবুল হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৯৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৯৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯৭তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ২৩/০৬/২০১০তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর নতুন ওএন্ডএম অপারেটর দায়িত্ব নেওয়ার পর হতে পূর্বের ন্যায় আনুপাতিক হারে টোল আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ২২-২৩ কোটি টাকা টোল বাবদ আদায় হচ্ছে। আলোচনাকালে বিগত এক বছরে বঙ্গবন্ধু সেতু হতে মাস ওয়ারী টোল আদায়ের পরিমান পরবর্তী বোর্ড সভায় অবহিত করার বিষয়ে একমত পোষন করা হয়।

২.২। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু হতে বিগত এক বছরে মাসওয়ারী টোল আদায়ের পরিমান পরবর্তী বোর্ড সভায় অবহিত করা হবে।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ পদ্মা সেতু প্রকল্পের হালনাগাদ কার্যক্রম ও অগ্রগতি অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

পদ্মা সেতু প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় অবহিত করা হয় যে, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯/১/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯/১/২০০৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২/২/২০০৯ তারিখ হতে বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে Main Bridge, Approach Road, Bridge End Facilities, River Training Works (RTW) এর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে জুন ২০১০ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ৩ জেলার জেলা প্রশাসকগণকে ৪০৮.৭৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৩.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৩টি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার মধ্যে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা-১ এর আওতায় ৪টি পুনর্বাসন এলাকার মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় পানি ও বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন এবং ড্রেন, রাস্তা, বিদ্যালয়সহ অন্যান্য সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে এবং ইতোমধ্যে ৩০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ১১/১/২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ২৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। ইতোমধ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বোর্ড সভায় ১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বোর্ড সভায় ৬১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। জাইকার ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিষয়ে শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিবে। তবে প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার সম্পদের হিসাব দাখিল ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং Project Coordination Committee, Project Steering Committee (PSC) গঠন এবং ১ জন Project Integrity Advisor নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

৩.৩। ঠিকাদার নিয়োগের অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, মূল সেতু এবং নদীশাসন (River Training Works) কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রাক-যোগ্যতার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে সম্মতির জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। জাজিরা পাড়ের সংযোগ সড়কের প্রাক-যোগ্যতার প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। মাওয়া পাড়ের সংযোগ সড়কের প্রাক-যোগ্যতার দলিলাদির (Pre-qualification documents) উপর বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়ায় প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বব্যাংকের সম্মতি পাওয়ার পর পরই সার্ভিস এরিয়া-২ এর প্রি-কোয়ালিফিকেশন টেন্ডার আহবান করা হবে। মাওয়া পাড়ে Service Area -1 ও জাজিরা পাড়ে Service Area -3 এর মাটি ভরাট কাজ চলছে এবং মাওয়া পাড়ে Construction Yard-1 ও এবং জাজিরা পাড়ে Construction Yard-2 এর মাটি ভরাট কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য Construction Supervision Consultant (CSC) নিয়োগে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে সম্মতির জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সেতু কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য জটিল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য Management Service Consultant (MSC) নিয়োগে Short listed ৬ টি প্রতিষ্ঠান বরাবর Request for Proposal (RFP) ইস্যু করা হয়েছে, যা দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা ৩০/৪/২০১১।

৩.৪। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সভায় জানানো হয় যে, নদীর প্রশস্ততা ঠিক রাখার জন্য সেতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, ডিজাইন পরিবর্তন, ভূমির পরিমান বৃদ্ধি, Dedicated

Freight Corridor (DFC) ধরার জন্য ডিজাইন Load বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত ব্যয় জানা যাবে।

৩.৬। এমতাবস্থায়, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিপরীতে সম্পাদিত বর্ণিত কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগন অবহিত হয়েছেন।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ Dhaka Elevated Expressway PPP প্রকল্পের হালনাগাদ কার্যক্রম ও অগ্রগতি অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

Dhaka Elevated Expressway পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনকল্পে প্রায় ২৬ কি.মি. দীর্ঘ Elevated Expressway নির্মাণে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারী নিয়োগে pre-qualification এর জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে ৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নে ৪টি প্রতিষ্ঠান প্রাকযোগ্য বিবেচিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির ২৩/৮/২০১০ তারিখের বৈঠকে "শাহজাহাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-সাতরাস্তা-মগবাজার রেল করিডোর-খিলগাঁও-কমলাপুর-গোলাপবাগ-ঢাকা চট্টগ্রাম রোড (কুতুবখালীর নিকটে)" রুট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

৪.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রাকযোগ্য প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যু করা হলে ২টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। কারিগরী এবং আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত Italian –Thai Development Public Company Limited এর সাথে গত ১৯/১/২০১১ তারিখ Concession চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৮৭০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে Viability Gap Funding (VGF) বাবদ মোট নির্মাণ ব্যয়ের ২৭ % বাংলাদেশ সরকারকে যোগান দিতে হবে।

৪.৩। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, কনসাল্টেন্টদের এ প্রকল্পের প্রাককলিত ব্যয় ছিল প্রতি কিলোমিটারে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার বিপরীতে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান নির্মাণ ব্যয় দাড়াচ্ছে প্রতি কিলোমিটারে ৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। Italian –Thai Development Public Company Limited এর থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে এ কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং থাইল্যান্ড সরকার এ প্রকল্পকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ শুরু করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৪.৪। এমতাবস্থায়, Dhaka Elevated Expressway পিপিপি প্রকল্পের বর্ণিত অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হয়েছেন।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ Officers and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust অনুমোদন।

আলোচনাঃ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত Officer and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust দু'টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরি প্রবিধানমালা অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য Contributory Provident Fund (CPF) এবং Gratuity চালু করা হয়। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং

কর্মচারীদের আর্থিক কল্যাণের জন্য রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Contributory Provident Fund এবং Gratuity Fund অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আরইবি এবং বিএডিসি এর Deed of Trust সংগ্রহ করে পর্যালোচনাপূর্বক সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য প্রস্তাবিত Deed of Trust উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠানের Deed of Trust এর সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে Deed of Trust দু'টি অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভার সম্মানিত সদস্যগণকে অনুরোধ জানান।

৫.২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব প্রস্তাবিত Deed of Trust ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

৫.৩। আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত Officers and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust দু'টি ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬ : <u>বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনে ব্যাংক স্থাপন প্রসঙ্গে।</u>

আলোচনাঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের নীচতলায় ব্যাংক স্থাপনের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের সকল লেনদেন বেসিক ব্যাংক, গুলশান শাখা এবং সোনালী ব্যাংক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংকের দুরত্ব বেশী হওয়ায় যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ আনা নেওয়া হয়ে থাকে। এতে সময় অপচয় ছাড়াও যানবাহনের জ্বালানী বাবদ অর্থ ব্যয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হয়।

৬.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করেন যে, সেতু ভবনের নীচতলায় ১৭৭০ বর্গফুট জায়গা বর্তমানে ক্যান্টিন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও উন্মুক্ত স্পেসসহ প্রায় ২০০০ বর্গফুট জায়গা যে কোন ব্যাংক-কে ভাড়া দেওয়া হলে প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা পাওয়া যাবে। এতে সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সহ কর্তৃপক্ষের সকল লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ ছাড়াও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সেতু কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পাবে। সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে গঠিত কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যাংকের শাখা/বুথ স্থাপনের সুপারিশ করেছে।

৬.৩। আলোচনাকালে Schedule ব্যাংকের CAMEL rating এবং প্রস্তাবিত দর পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি ব্যাংকের শাখা/বুথ চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় অবহিত করার বিষয়ে একমত পোষন করা হয়।

৬.৪। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনে ব্যাংক স্থাপনের বিষয়ে Schedule ব্যাংকের CAMEL rating এবং প্রস্তাবিত দর পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি ব্যাংকের শাখা/বুথ চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৭ : বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুকরণ।

আলোচনাঃ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, আইসিবি সেতু কর্তৃপক্ষের আয় ব্যয় পর্যালোচনা করে মোট ২০০ কোটি টাকার সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর সুপারিশ করে। তবে সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৬ তম বোর্ড সভায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর বিষয়টি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। অন্যদিকে ১৩/১/২০১০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এপ্রিল/২০১০ এর মধ্যে বন্ড ইস্যুকরণ/ সিকিউরাইটেজেশন কার্যক্রম সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭ তম বোর্ড সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের বর্তমান আয় ব্যয় পর্যালোচনা এবং পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বাজেট ঘাটতি না থাকায় ও বিনিয়োগ করার মত অন্য কোন প্রকল্প বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের হাতে না থাকায় সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত এবং ভবিষ্যৎতে সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য বিনিয়োগ করার মত কোন প্রকল্প পাওয়া গেলে তখন বন্ড ইস্যুর বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭.২। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (যা কার্যপত্রে ভুলবশতঃ অর্থ বিভাগ উল্লেখ করা হয়েছে) ২/১১/২০১০ তারিখের পত্র মারফত ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে বন্ড ইস্যুকরণ/সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম বিধিমতে সমাপ্ত করার বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিধায় সে অনুযায়ী বাস্তবায়নপূর্বক উক্ত বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সেতু কর্তৃপক্ষের বর্তমান আয় সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর জন্য পর্যাপ্ত নয় উল্লেখ করেন। তাছাড়া ২০০ কোটি টাকা পদ্মা সেতুর মোট ব্যয়ের তুলনায় নগণ্য উল্লেখ করে এ সেতু নির্মাণে অর্থায়ন চূড়ান্ত হওয়ায় সিকিউরিটাইজেশনের বিষয়টি আপাপততঃ স্থগিত রাখার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ এ প্রস্তাবে একমত পোষন করেন।

৭.৩। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বন্ড ইস্যুর বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত থাকবে। তবে ভবিষ্যতে সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য বিনিয়োগ করার মত কোন প্রকল্প পাওয়া গেলে তখন সিকিউরিটাইজেশনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৮ : বিষয়টি সভার আলোচ্যসূচি হতে প্রত্যাহার করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৯ : যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সংগে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত ২১/১১/১৯৯৯ তারিখে যমুনা রিসোর্ট লিঃ (জেআরএল)-এর সাথে ৩০ বছর মেয়াদি একটি কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জেআরএল-এর নিকট বকেয়া পাওয়ানাসহ অন্যান্য বিষয়ে গত ২৩/৬/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭ তম বোর্ড সভায় সম্পাদিত চুক্তি, চুক্তি পরবর্তী জেআরএল-এর কার্যক্রম, হস্তান্তরিত ভূমি ও স্থাপনা, অনিষ্পন্ন বিভিন্ন বিষয়াদি, দেনা-পাওনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কমিটি একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং শীঘ্রই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৯.২। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষ এবং জেআরএল এর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গত ২৮/১২/২০১০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেআরএল বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে শুরু করেছে। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়েও কার্যক্রম গ্রহণ করছে। সভায় আলোচনাকালে বর্ণিত বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং চুক্তির আলোকে বর্তমান কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

৯.৩। আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত:

জেআরএল-এর বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-১: বঙ্গবন্ধু সেতুর অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিবিএসও এর ব্যয় অবহিতকরণ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ২০০৮ সালের জুন হতে হতে ২০১০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ১৭ মাসে "বঙ্গবন্ধু সেতু স্পেশাল অর্গানাইজেশন (বিবিএসও)" কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১৭.১৩ কোটি টাকার প্রাক্কলন অনুমোদিত হলেও উক্ত সময়ে ১২.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ের সমন্বয় ভাউচার দাখিল করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে সেতু কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছে। বর্ণিত বিষয়ে বোর্ড সভার সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হোন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-২: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বাজেট উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে ২০১০-১১ অর্থবছরে সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বাজেটে আয় ৩২৯.৭৪ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫৩৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে যথাক্রমে আয় ৩৩৮.১৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৫৩০.১২ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যথাক্রমে আয় ৩৪৩.১৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৭০০.৮০ কোটি টাকা। গত ২৬/১/২০১১ তারিখে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাবিত বাজেটের কিছুটা সংশোধনী সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়, যা চূড়ান্ত হওয়ার পর অর্থ বিভাগ সেতু কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। এমতাবস্থায় সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করা হয়।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: /২/২০১১

(সৈয়দ আবুল হোসেন)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ